ন্যায়াসনঃ
বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী
এবং
বিচারপতি এ. কে. এম. জহিরুল হক

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৩৩৬৯১/২০২৪

মিন্টু হালদার .....দরখাস্তকারী
-বনাম-
রাষ্ট্র ..... প্রতিপক্ষ

মো. বাকিবিল্লাহ, বিজ্ঞ আইনিজীবী ..... দরখাস্তকারীর পক্ষে

মো. হেমায়েত উদ্দিন, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল
..... প্রতিপক্ষে

রায়ের তারিখঃ ২৪.১০.২০২৪ খ্রি.

বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী:

এই রুলটি ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধানমতে দায়েরকৃত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই মর্মে জারী করা হয় যে, পিরোজপুরের দায়রা জজ আদালতের ফৌজদারী রিভিশন নং ৩৮/২০২৪ তে প্রচারিত ১৯.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখের ৪ নং তর্কিত রায় ও আদেশ কেন রদ ও রহিত (set aside) করা হইবে না। উক্ত আদেশমূলে পিরোজপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(বি) ধারার অভিযোগে জি.আর. ০৬/২০২৪ নং মামলা (পিরোজপুরের অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন), যাহা নেছারাবাদ (স্বরুপকাঠি) থানার ২৫.০১.২০২৪ খ্রি. তারিখের ০৬ নং মামলা হইতে উদ্ভুত তাহাতে প্রচারিত ০৬.০৩.২০২৪ খ্রি. তারিখের আদেশ বহালপূর্বক উপরোক্ত ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হইয়াছে।

রুলটি নিস্পত্তির স্বার্থে মামলার প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার এস আই (নিঃ) মো: আসাদুজ্জামান এজাহারকারী হিসাবে এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, বিগত ২৪.০১.২০২৪ খ্রি. তারিখে তিনি সঙ্গীয় অফিসার এবং ফোর্স সহ রাত্রিকালীন মোবালই ডিউটিকালিন সময়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানিতে পারেন যে, অবৈধভাবে দুইটি ফিশিং বোট ভর্তি শুকনা সুপারি চোরাই পথে শুল্ক ফাঁকি দিয়া বাংলাদেশ হইতে ভারতে পাচারের জন্য নেছারাবাদ সন্ধ্যা নদী দিয়া যাইতেছে। উক্ত সংবাদ পাইয়া তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করিয়া সঙ্গীয় ফোর্স সহ ঘটনাস্থল নেছারাবাদ থানাধীন ৮ নং সমুদয়কাঠী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডস্থ বিনায়েকপুর টু রাজবাড়ী খেয়াঘাট সংলগ্ন সন্ধ্যা নদীতে রাত আনুমানিক ২১.৪৫ ঘটিকার সময় উক্ত ফিশিং বোট দুইটি আটক করেন এবং

আসামিদের গ্রেফতার করেন। ধৃত আসামীদের দেখানো মতে পাটের বস্তায় ভর্তি মোট ৫৪০ বস্তা সুপারি জব্দ করেন। আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত মালামালের কোন বৈধ কাগজগপত্র দেখাইতে পারে নাই। জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। উদ্ধারকৃত সুপারি এবং ধৃত আসামীদের নিজ হেফাজতে গ্রহণ করেন। চোরাকারবারীর মাধ্যমে শুল্ক কর ফাঁকি দিয়া বাংলাদেশ হইতে বিভিন্ন ধরনের মালামাল পরিবহন করিয়া বিদেশে পাচার করার অপরাধে এজাহারে বর্নিত আসামিগন The Special Powers Act, 1974 ধারা 25B(b) ধারার অপরাধ করিয়াছে।

অতঃপর দরখাস্তকারী তৃতীয়পক্ষ জব্দকৃত মালামাল এর মালিক দাবী করিয়া জব্দকৃত সুপারি নিজ জিম্মায় নেওয়ার জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত-৩, পিরোজপুর, জি. আর ৬/২৪ (নেছারাবাদ) নং মামলায় ০৬.০৩.২০২৪ খ্রি. তারিখে দরখাস্ত দায়ের করেন যাহা বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে না-মঞ্জুর করেন।

দরখাস্তকারী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইয়া ০৬.০৫.২০২৪ খ্রি.তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, পিরোজপুরে ক্রিমিনাল রিভিশন নং ৩৮/২০২৪ দায়ের করেন। শুনানীঅন্তে বিজ্ঞ আদালত রিভিশনটি খারিজ করেন এবং ১৯.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখে পিরোজপুর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত-৩, পিরোজপুর, জি. আর ৬/২৪ (নেছারাবদা) নং মামলায় বিগত ০৬.০৩.২০২৪ তারিখের প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখেন।

অতঃপর দরখাস্তকারী উক্ত ১৯.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখের আদেশে সংক্ষুদ্ধ হইয়া বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধানমতে দরখাস্ত দায়ের করিলে অত্র রুল জারী হয়।

মো. বাকিবিল্লাহ, দরখাস্তকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রুলের সমর্থনে নিবেদন করেন যে, অত্র মামলার দরখাস্তকারী জব্দকৃত সুপারির মালিক এবং সুপারিগুলি জব্দকৃত অবস্থায় থানায় পরিয়া থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং মালামালের মালিক দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। কাজেই দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্ন আদালতের আদেশ সমূহ খারিজ করতঃ জব্দকৃত মালামাল দরখাস্তকারীর জিম্মায় প্রদানের প্রার্থনা করেন।

জনাব মো. হেমায়েত উদ্দিন, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল রুলের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, জব্দকৃত সুপারির মালিক যে দরখাস্তকারী তাহা তিনি প্রমানে ব্যর্থ হইয়াছেন। কাজেই নিম্ন আদালত সঠিকভাবেই তাহার প্রার্থনা না মঞ্জুর করিয়াছে।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনিলাম। এজাহার এবং কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, উক্ত সুপারিগুলি দুইটি ফিসিং বোট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং জব্দকৃত অবস্থায় থানা হেফাজতে রহিয়াছে। দরখাস্তকারী যে মালামালের মালিক সেই সমর্থনে তাহার দাখিলকৃত কাগজপত্র আমাদের নিকট যথেষ্ট সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। যে স্থান হইতে মালামাল উদ্ধার হইয়াছে তাহা সীমান্তবর্তী নহে বরং সীমান্ত শত মাইল দূরে অবস্থিত। কাজেই সুপারিগুলি চোরাচালান করা হইতেছিল এই কাহিনী আপাত: বিশ্বাসযোগ্য মনে হইতেছে না। মালামালগুলি পচনশীল বিধায় জব্দকৃত অবস্থায় থানায় পরিয়া থাকিলে মালিকের অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হইবে। সেহেতু উক্ত মালামাল গুলি দরখাস্তকারী মালিককে ফেরৎ প্রদানের আদেশ দিলে ন্যায়বিচার নিশ্চত হইবে বলিয়া আমারা অভিমত পোষন করিতেছি।

অতএব, রুলটি চূড়ান্ত (Absolute) করা হইল। বিজ্ঞ দায়রা জজ, পিরোজপুরের ফৌজদারী রিভিশন নং ৩৮/২৪ তে প্রদত্ত বিগত ১৯.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখের রায় ও আদেশ এবং পিরোজপুরের বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয় আদালতের জি. আর নং ৬/২৪ দেছারাবাদ (স্বরুপকাঠি) থানার ২৫.০১.২০২৪ খ্রি. তারিখে ৬ নং মামলা হইতে উদ্ভুত এবং তাহাতে প্রচারিত বিগত ০৬.০৩.২০২৪ খ্রি. তারিখের আদেশ (মামলাটি বর্তমানে অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল আদালতে বিচারাধীন) বাতিল করা হইল। জব্দকৃত সুপারি যাহা বর্তমানে নেছারাবাদ থানায় জব্দকৃত অবস্থায় রহিয়াছে তাহা উপযুক্ত বন্ড প্রদান সাপেক্ষে মালিকের তথা দরখাস্ত কারীর জিম্মায় প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে ও থানায় প্রেরণ করা হউক।

আমি একমত।

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক।